রুবাইয়া রহমান : অটিস্টিক পরিবারের বন্ধু

নিধি সাহাব ◎

রুবাইয়া রহমান। বাংলাদেশে অনেকে চেনেন একজন আইনজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়কার আইন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে। মিউইয়র্কে তাঁর পরিচিতি একজন অটিস্টিক সন্তানসহ (লিগ্যাল কনসালটেন্ট) বা কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট। কিন্তু এর বাইরেও রুবাইয়া রহমানের আরেকটা পরিচয় আছে। তিনি মিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের মধ্যিন এলিয়ার অধিবাসী ২০০ অটিস্টিক পরিবারের 'বন্ধু'। কোনো সময় তিনি অভিভাবক, কোনো সময় পরামর্শক, আবার কোনো সময় সেবিকা।

মিউইয়র্কের বিভিন্ন বরোতে অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে রুবাইয়া রহমান নীরবে কাজ করছেন ১৩ বছর ধরে। শিশুর অটিস্টিক সন্তানের দেখভাল এবং প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে করতেই তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এ কাজে। তিনি খোঁজ নিয়ে থাকেন কার বাসায় অটিস্টিক সন্তান

রুবাইয়া রহমান

রয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে অনেক পরিবারের দরজায় গিয়ে এবং বাসের নম্বরটার সুযোগ নিয়ে রুবাইয়া বাংলাদেশ সহযোগিতা কল্পনে থাকেন। বীর বীরে তিনি অটিস্টিক পরিবারের বন্ধু হয়ে ওঠেন। পরে তিনি গড়ে তোলেন অলাভজনক সংস্থা অটিজম সোসাইটী ফ্যামিলিটিপস অ্যাসোসিয়েশন (আশা)। মুখপত্রের কিন্তু উনার মানুষের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে আশা। এর মাধ্যে কাজের ব্যাপ্তি বাড়ছে, এ ক্ষেত্রে রুবাইয়ার পরিচিতি বাড়ছে। লিগ সেটিস ফাউন্ডেশনসহ বিশ্ববাজারের সেমিনারের রুবাইয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিদিনকার কাজের ফাঁকে রুবাইয়া কাজ করছেন অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে, কিন্তু এ নিয়ে তাঁর ব্যস্ততা বড় হচ্ছে, বাড়ছে উদ্বেগও। বাংলাদেশি অটিস্টিক শিশুদের জন্য যদি একটি আলাদাভাবে করা যা যায় তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম আকার ধারণ করবে বলে মনে করেন তিনি। এ জন্য অবশ্য তিনি মিউইয়র্ক গভর্নর, সেনেটর উচ্চপদস্থ লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখছেন। তাঁর একটাই কথা, 'আমাদের অসিক সহযোগিতা দরকার নেই, দরকার কমিউনিটির শক্তি, যা দিয়ে মূলধারার মানুষকে সম্পৃক্ত করা যাবে।'

রুবাইয়া রহমানের জন্ম ঢাকায়। পরীক্ষা আগেযাবে: স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন তিনি। এরপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে শিক্ষকতা করেন। তিনি ভর্তির ছিলেন আইন শেখায়। সুপ্রিম কোর্ট 'ব্যারিস্টার'ও করেছেন। ২০০০ সালে রুবাইয়া রহমান পাড়ি জমান আমেরিকায়। দুই সন্তানের মধ্যে রুবাইয়ার ছোট ছেলে রাফসিন জন্মের পর থেকেই অটিস্টিক। ঘরের দেশে নিজের ছেলেকে নিয়ে নৌরবীণ করতে করতে ভীষণ ক্লান্ত তিনি।

রুবাইয়া রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'ঢাকায় একদিন মধ্যবয়সে আসে আমার সন্তানের মতো প্রথাসে অনেক অটিস্টিক শিশু থাকতে পারে। আমি উচ্চশিক্ষিত, ব্রাসপাতাল, মসপাতার অফিসগুলোতে দৌড়াতে পারি, কিন্তু যাঁরা নতুন অভিবাসী তাঁরা কী করবেন? এরপর আমি যৌক্ত করতে থাকি কার কার বাসায় অটিস্টিক শিশু আছে এবং তারা কী অবস্থায় আছে। সভিই গিয়ে দেখি সচেতনতার অভাবে অটিস্টিক শিশুরা নগরী থেকে দেওয়া অসমান মুদিয়া গ্রহণ করতে পারছে না। শিশু-মায়া পুরুষই কষ্ট করছেন।'

রুবাইয়া বলেন, 'আমি ভীষণ সচেতন করি। অনেকেরই নগরীর অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে গিয়ে কীভাবে সহযোগিতা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে কাজ নিই। এভাবে কমিউনিটিতে অনেকেই জনতে শুরু করেন আমি অটিস্টিক পরিবারকে সহযোগিতা করছি। বাংলাদেশি যারা, দক্ষিণ এশীয় বিভিন্ন দেশের লোকজনও যোগাযোগ শুরু করেন।' তিনি বলেন, 'আমি যেহেতু একটি ল ফার্মে লিগ্যাল অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে কাজ করি, তাই অনেক মানুষের সঙ্গে কথা হয়। এ সময় অটিস্টিক পরিবারগুলোর খোঁজ পেতে যাই। এভাবে আমার সঙ্গে অটিস্টিক পরিবারগুলোর সেতুবন্ধন বাধা হয়। পরিবারগুলোকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য গঠন করি অটিজম সোসাইটী ফ্যামিলিটিপস অ্যাসোসিয়েশন (আশা)।'

রুবাইয়া জানান, '২০১৩ সালে নগরী থেকে জনুসেন্সে দেওয়ার পর জানেইকার ১৯৪ ষ্ট্রিটে কার্যালয় খুলপন করি। এ প্রতিষ্ঠানে আমি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি যে প্রতিষ্ঠানের লিগাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করি সেই আর্টনি সাহেব শিক্ষাকে এ সাহায্য রেসিপেক্টে। এ ছাড়া সাতজন বোর্ড সদস্য রয়েছেন, যাঁরা সবাই বিনা পরিশ্রমিকে সংস্থার জন্য কাজ করেন।' রুবাইয়া বলেন, ১০ বছরে উঁর সঙ্গে বাংলাদেশিসহ প্রায় ২০০ অটিস্টিক পরিবারের যোগাযোগ হয়েছে।

আশা কী ধরনের কাজ করে এমন প্রশ্নে রুবাইয়া রহমান বলেন, 'আমরা অটিস্টিক পরিবারগুলোকে কোথায় গেলে ডিকিনো, কোথায় গেলে সেবক বা সেবিকা পাওয়া যাবে, কোন স্কুল বা শেল্টারে গেলে তাদের পরিবেশ পাবে, সে পরামর্শ দিয়ে থাকি। এ জন্য কোনো খরচ নিতে হয় না।' তিনি বলেন, অটিজম ঔষধিজনিত সমস্যা, অটিস্টিক শিশুদের বাসায় দেখভাল করার জন্য সেবক বা সহযোগী নিয়ে থাকে মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তাদের বাধার জন্য মিউইয়র্কে শেল্টারও রয়েছে। যাঁরা সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না, আমরা তাঁদের সহযোগিতা করি। আশার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে কী করতে হয় এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ৩৪৭ ৮৭৩ ৯৯৯৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। তবে সঙ্গে অটিজম শিশুর চিকিৎসকের সনদ লাগবে।

রুবাইয়া বলেন, আঁর সম্পাঁর বিল দেটিস ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বকাপের আয়োজনে গ্রহণিটিনে 'জেনারেশন নাট' শীর্ষক সেমিনারে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে তিনি বাংলাদেশিদের জন্য সেন্টারের বিষয়টি তুলে ধরেন। এখন তাঁর সরকার কমিউনিটির জোরালো সহযোগিতা, যাতে করে একটি সেন্টারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

একটি সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন রুবাইয়া

উপলব্ধি

ভেসে আসুক কলমির গন্ধ

আবিদুর রহমান শিপু ◎

এপ্রিল-১৯৭৩। সে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগের কথা। তখন ঝিল যে দিনটি আমে সেই। শুধু ঝিনি এসেছি এক ঝিল জলবায়ুর দেশে। এখানে না রাখানে কানমাটির গন্ধ পাওয়ে লাগে না। এখানে ঘাস-পিরেতে মধ্যে বা ঝিয়া ওঠে না। শুধু শুনেছি-এই দেশে সরক-আঁটালিকা আর জনমাসে রাতওয়ার আড়ালে পুকিয়ে আছে সোনার খনি। সেই অমৃত কুবেরে সন্ধানে নিজাম পাড়ি এই মহাদেশে।

অবশ্যই অজানা ধনাসে ভুল হবে। ছোটবেলা থেকেই শুনেছি এই দেশ গণতন্ত্রের দেশ। এই দেশে মত ঘুরে কথা বলার দেশ। এই দেশেই জন্ম নিয়েছেন ওয়াশিংটন, লিংকন আর রোনাল্ড। এই দেশে বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জনাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন মার্টিন লুথার কিং। অবুও নিগ্রোকোড বলে, এই ভূখণ্ডটির আগে অনমাসে শনরার দেশ আমেরিকা আখার ডোমার দেশ নয়। অবুও এশখিয়েমে একটা মুক্তির আশা ছিল মনে মনে। পড়াশোনা আরও করল। আরও জানে অর্জন করল। আর উপার্জন নিয়ে মা-বাবা-ভাই-বোনের মুলমমহের সাধি হল। আয়া সেসব ছাড়ের মমতি হয়েছে। ছবিতা আসলেই বলেনেন প্রথাগী থেকে ছবাশাস কথাটা সর্টিক নয়। প্রাণের বাংলাদেশ ছেড়েছি আমরা জানীওার পর থেকেই। সেই কাফেলা এখনো অবাহত। আরও আগে আর্জন করব। আর উপার্জন নিয়ে মা-বাবা-ভাই-বোনের মুলমমহের সাধি হব। আয়া সেসব ছাড়ের মমতি হয়েছে। ছবিতা আসলেই বলেনেন প্রথাগী থেকে ছবাশাস কথাটা সর্টিক নয়। প্রাণের বাংলাদেশ ছেড়েছি আমরা জানীওার পর থেকেই। সেই কাফেলা এখনো অবাহত। আরও জানে অ